তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩৮

**রক্তে অর্জিত পতাকার সম্মান রক্ষা করতে হবে যেকোনো মূল্যে**

 **- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত
লাল-সবুজের পতাকার মর্যাদা যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

আজ ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ময়মনসিংহ আয়োজিত বিজয় পতাকা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৩০ লাখ শহিদ আর ২ লাখ মা-বোনের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। লাল-সবুজের এই পতাকা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাঙালি সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। কোনো বিদেশি শক্তির কাছে মাথা নত করা কিংবা দেশের জন্য মর্যাদাহানিকর কোনো কাজ বাঙালি সহ্য করবে না।

দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী চক্রের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদেরকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করা হয়েছে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে একাত্তরে তাদের ঘৃণ্য অপকর্মের বিচার করেছে। এরপরও যদি তারা রাষ্ট্রবিরোধী অপতৎপরতা চালায়, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে, বাঙালি এর সমুচিত জবাব দেবে এবং এই বাংলার মাটিতে তাদের বিচার কার্য সম্পন্ন হবে।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামুল আলমের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সমাবেশে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ এবং এর বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে।

#

রেজাউল/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/২০৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩৭

**ডিআইটিএফ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে**

 **---বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা,১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, পহেলা জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয়বারের মতো পূর্বাচলে স্থায়ী এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ‘২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৩’ শুরু হচ্ছে। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মন্ত্রী বলেন, মেলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এবারের বাণিজ্য মেলায় ১০টি দেশের ১৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আমাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। গতবছরও এ মেলায় দুইশত কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানির স্পট আদেশ পাওয়া গেছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ‘২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৩’ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, স্থায়ী এক্সিবিশন সেন্টার একটু দূরে হলেও মেলায় অংশগ্রহণকারী ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরাই এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মূল উদ্দেশ্য। ক্রেতারাও দেশি-বিদেশি পণ্যের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পান, এতে পণ্যের মানও উন্নত হয়। আমাদের পণ্যের মান উন্নত এবং মূল্য কম হবার কারণে প্রতি বছর আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। গত বছরও রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরিপোশাক এর পাশাপাশি আরো ১০টি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে আইসিটি আমাদের জন্য খুবই সম্ভাবনাময় পণ্য, অল্পদিনের মধ্যে এ খাতের রপ্তানি ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে আশা করছি। আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের চাহিদাও বাড়ছে বিশ্ব বাজারে।

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, মেলায় খাদ্যপণ্যের মান এবং মূল্যের বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর মেলায় অভিযান পরিচালনা করবে। মেলায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য গতবারের মতো সাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকবে। কুড়িল বিশ্ব রোড হতে এক্সিবিশন সেন্টার পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে ৭০টি বিআরটিসি বাস চলাচল করবে, প্রয়োজনে এ সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে। বাসের ভাড়া ৩৫ টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে, তবে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। এবারে মেলায় প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৪০ টাকা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২০ টাকা। মেলার টিকেট অনলাইনে কিনলে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্টের সুযোগ থাকবে। মেলায় প্রায় এক হাজারটি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেলায় বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৭টি প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়ন ও স্টল রয়েছে। দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য দু’টি হলের বাইরে মোট ৩৩১টি স্টল, প্যাভিলিয়ন ও মিনি প্যাভিলিয়ন রয়েছে।

এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান এ এইচ, এম আহসান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাফিজুর রহমান এবং অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ আব্দুর রহিমসহ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/রাহাত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/২১২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩৬

**স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সব শ্রেণির নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

জুড়ী (মৌলভীবাজার),১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সব শ্রেণির নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য সরকার অসহায়, পিছিয়ে পড়া ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সমাজের সবাইকে মূলধারায় নিয়ে আসতে কাজ করছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভাতার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আজ মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্ষুদ্র
নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ এলাকায় উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জুড়ী উপজেলায় নির্মিত ১৫টি ঘরের চাবি হস্তান্তর এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩০টি বাইসাইকেল এবং শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের এ সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছে। উন্নত দেশের মতো মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে স্বাধীনতার পক্ষের এই সরকারের পক্ষে থাকতে হবে।

জুড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোনিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জুড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোঈদ ফারুক, ভাইসচেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাশ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রঞ্জিতা শর্মা।

মন্ত্রী এর পর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় জুড়ী নদীর বামতীরে কাশিনগর দুর্গা মন্দির (কাপনা পাহাড়) এবং জুড়ী নদীর ডান তীরে কাশিনগর এলাকার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

#

দীপংকর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩৫

**বাংলাদেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হচ্ছে**

 **---ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা,১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে দিনে দিনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হচ্ছে। অনেক জটিল ও কঠিন রোগের বিশ্বমানের চিকিৎসা দিচ্ছেন দেশের চিকিৎসকরা, যা আমাদের সাহস জোগায়। আগামী দিনগুলোতে চিকিৎসকদের আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার গবেষণার ওপর জোর দিচ্ছেন এবং গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দও দিচ্ছেন। কারণ গবেষণা থেকেই জানা যায় আসল চিত্র। আজকে যাদের জন্য এই আয়োজন সেই বাতরোগে আক্রান্তদেরও বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে গবেষণায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন হলে বাত রোগীদের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডা. এনামুর রহমান বলেন, মানুষের জীবনের সঙ্গে বাত রোগ অনেকটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের যেকোনো বয়সে এই রোগ হতে পারে। আমাদের দেশের ২৬ শতাংশ মানুষের শরীরের কোনো না কোনো অঙ্গে ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের প্রকোপ হয়ে থাকে। ৬৪৪ প্রকারের বাত ব্যথা মেডিসিন বিভাগের রিউমাটোলজির রোগ হিসেবে পরিচিত ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক অর্জনও রয়েছে আমাদের। আর এসবের নেপথ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নির্দেশনা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউমাটোলজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ও ব্র্যাকের হেলথ এন্টারপ্রাইজের প্রধান ডা. তৌফিকুল হাসান সিদ্দিকী এসময় উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩৩

**চালের উৎপাদন বাড়াতে গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

গাজীপুর, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সামনের দিনগুলোতে চালের চাহিদা আরো বাড়বে। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে কৃষি জমি কমছে। ভুট্টা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। বাড়িতে যেসব ফসল হতো যেমন চালকুমড়া-তাও এখন মাঠে হচ্ছে। এসবের ফলে ধান চাষের জমি কমছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে চালের উৎপাদন বাড়াতে হলে গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে। একইসঙ্গে, উদ্ভাবিত জাতের দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে।

আজ গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকার সকলের জন্য পুষ্টিজাতীয় খাবারের নিশ্চয়তা দিতে কাজ করছে। বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফল উৎপাদনেও জমির ব্যবহার বাড়ছে। এ অবস্থায় সকল সংস্থা, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদেরকে সমন্বিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

চালের বাম্পার উৎপাদনের পরও কেন দাম কমছে না, তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ব্রির গবেষণায় আমরা অনেকগুলো কারণ খুঁজে পেয়েছি। ব্রির পাশাপাশি বিআইডিএস, সিপিডিসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকেও এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম ও কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ার, বিএডিসির চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা,১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে একজন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৭ হাজার ৭৩৩ জন।

#

কবীর/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩১

**ভিক্ষুকদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা দিচ্ছে সরকার**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ (নিয়ামতপুর), ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কমেছে। বর্তমান সরকার ভিক্ষুকদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা দিচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেওয়া উদ্যোগে ভিক্ষা ছেড়ে এখন তারা আয়বর্ধক কাজের মাধ্যমে সম্মানের পেশায় ফিরে আসছে।

আজ নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অসহায়, দুঃস্থ ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্কভাতা দেওয়া হচ্ছে। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বই ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করে সরকার শিক্ষায় সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, কৃষকবান্ধব সরকার কৃষকের সারে রেকর্ড পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ, বিজ ও কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করায় কৃষকের উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। এসময় তিনি বলেন, দেশে খাদ্যের কোনো সংকট হবে না, আর দুর্ভিক্ষের তো প্রশ্নই আসে না।

মন্ত্রী আরো বলেন, মেট্রোরেল উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করেছি। এটা টেকসই করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট প্রশাসন, স্মার্ট স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি। অচিরেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাদিরা বেগম এবং নিয়ামতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম বক্তব্য রাখেন।

পরে খাদ্যমন্ত্রী সুবিধাভোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র ও ছাগল বিতরণ করেন।

#

কামাল/পাশা/সিরাজ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২২/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১৩০

**বিএনপির বিশৃঙ্খলার চেষ্টা আওয়ামী লীগের সতর্কতায় বিফল**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম , ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘প্রকৃতপক্ষে গণমিছিলের নামে বিএনপি-জামাত ঢাকা শহরে একটা বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুরো শহর জুড়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সতর্ক অবস্থানের কারণে তা সম্ভব হয়নি।’তিনি বলেন, ‘এরপরও বিএনপির প্রধান সহযোগী জামাত ইসলামী পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা করেছে। পুলিশ বাহিনীর ধৈর্য্যের কারণে তারা সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেনি।’

 আজ চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর দেওয়ানজী পুকুরপাড়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ‘ঢাকায় বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচি থেকে পুলিশের ওপর জামাত-শিবিরের হামলার ঘটনা কেন হলো এবং পুলিশের কি প্রস্তুতি ছিল’-সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আসলে ১০ ডিসেম্বর বিএনপি বুঝতে পেরেছে তাদের সাথে জনগণ নেই। দশ লাখ মানুষের সমাবেশ করবে বলে তারা সেখানে বড়জোর ৫০-৬০ হাজার মানুষ জমায়েত করতে পেরেছে। এরপর থেকেই বিএনপিতে আসলে হতাশ। তাদের রাজনীতি পুরোটাই ষড়যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণেই তারা একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বিদেশিদের পদলেহন করার নীতি অবলম্বন করেছে। সেটি করেও কোন লাভ হয়নি। তারা যেভাবে মনে করেছিল বিভিন্ন রাষ্ট্র বা দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাদের পক্ষে নানা ধরণের কথা বলবেন, আপনারাও দেখতে পারছেন, সেটি হয়নি।’

  ড. হাছান বলেন, ‘তাদের রাজনীতিটা একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে- দেশে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। দেশের জনগণ সেটা কোনভাবেই হতে দেবে না। বিশৃঙ্খলা তৈরি করার উদ্দেশ্যেই তারা নানা ধরণের কর্মসূচি দিয়েছে। সেই কর্মসূচিতে তাদের কর্মীরা যেভাবে আশা করেছিল সেভাবে হয়নি। তাদের রাজনীতি সেই একই জায়গায় আছে। গত ১০ ডিসেম্বরও তারা গাড়িতে আগুন দিয়েছে। এখনও সুযোগ পেলে একই কাজ করবে। তারা সেখান থেকে সরে আসতে পারেনি। তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা।'

 সাংবাদিকরা 'আওয়ামী লীগের নতুন কমিটিতে আবারো এবং এক নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ায় অনুভূতি' জানতে চাইলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'কোন নাম্বার সেটা কোন বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আমাকে যখনই যে দায়িত্ব দিয়েছেন তখনই সে দায়িত্ব আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি। আমি দশ বছর দলের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, সাত বছর প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, গত তিন বছর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলাম। এসব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি।’

 তিনি বলেন, ‘আবারো আমাকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন আমার নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা। আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমার দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে উজাড় করে দলের জন্য কাজ করা। প্রয়োজনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হলেও দাঁড়ানো এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা।’

 বিএনপিকে মোকাবিলার প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে বিএনপির নাশকতা মোকাবিলা করেছি। বিএনপি কি করতে চায়, কতটুকু করতে পারে আমরা জানি। সেটা মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে কি করতে হবে সেটাও আমরা জানি। সুতরাং বিএনপি সেই পুরনো পরিস্থিতি আর কখনো সৃষ্টি করতে পারবে না।’

চলমান পাতা-২

-২-

 চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির এমপি নমিনেশন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে -সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতি-মতাদর্শে বিশ্বাস করে এমন যে কেউ নমিনেশন চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো চিত্রনায়ক-নায়িকা চাইলে সেটি অপরাধ নয়। পাশের বাড়ি পশ্চিম বাংলাসহ ভারতবর্ষে মিডিয়া জগতের অনেককেই নমিনেশন দেয়া হয়।’ তিনি আরো বলেন, অবশ্যই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নমিনেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় যারা আওয়ামী লীগের পোড় খাওয়া নেতাকর্মী তাদেরই অগ্রাধিকার। পাশাপাশি দলকে আরো অনেক বিষয় বিবেচনায় আনতে হয়।

#

আকরাম/পাশা/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২৯

**খ্রিষ্টীয় নতুন বছর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘খ্রিষ্টীয় নতুন বছর’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “খ্রিষ্টীয় নতুন বছর ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রকৃতির নিয়মেই নতুন বছর মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে এবং নব উদ্যোমে সুন্দর আগামীর পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগায়।

 ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ বাঙালি জাতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। ১৯৭২ সালে এশিয়ার প্রায় সবক'টি দেশ, রাশিয়া, তৎকালীন সোভিয়েত ব্লকের অন্যান্য দেশ, ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশিরভাগ দেশ, ফ্রান্স, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্র নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলো ২০২২ সালে বছরব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শূন্য হাতে সদ্য স্বাধীন দেশকে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে তুলেছিলেন। তখন ব্যাংকে কোন রিজার্ভ মানি ছিল না, কোন কারেন্সি নোট ছিল না। অবজ্ঞা করে কেউ কেউ বলতো তলা বিহীনঝুড়ি। সেই অবস্থা থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন এবং জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

 তাছাড়া ২০২২ সাল বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের এক স্বর্ণযুগ। আমরা গত বছর ২৬ জুন দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু চালু করেছি। ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার মেট্রোরেল যোগাযোগ চালু করেছি। ২১ ডিসেম্বর দেশের ৫০টি জেলায় উন্নয়নকৃত ১০০টি মহাসড়ক উদ্বোধন করেছি। ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল'-এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজ সম্পন্ন করেছি। ৭ নভেম্বর দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতু নির্মাণ করে উদ্বোধন করেছি। ১৯ অক্টোবর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থাপন করেছি। ২১ মার্চ পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) উদ্বোধন করেছি। আমাদের অন্যান্য মেগা ও মাঝারিসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে।

 আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচন হতে পরপর তিন দফা জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে গত ১৪ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও কিছুটা মন্থর হয়েছিল। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অবরোধ ও পাল্টা অবরোধ সারা পৃথিবীতে নিরীহ মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দেশের প্রায় সকল মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা, করোনা ভ্যাক্সিন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করেছি। আমরা ১ কোটি পরিবারকে টিসিবি কার্ডের মাধ্যমে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল ও সাশ্রয়ী মূল্যে ভোজ্য তেল, ডাল ও চিনি ক্রয়ের সুবিধা দিয়েছি। ৫০ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল এবং আরো ৫০ লাখ অসহায় হতদরিদ্র পরিবারকে ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল দিচ্ছি। আমরা ৩৫ লাখ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করেছি। প্রায় ১৮,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ঔষধ দিচ্ছি। আমাদের ১ কোটি কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলে সরাসরি সরকারি ভরতুকির টাকা নিচ্ছেন। আমরা ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি/উপবৃত্তি দিচ্ছি। ইংরেজি বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়ার কারণে বই উৎসবের সঙ্গে নববর্ষ উদযাপন আজ শিশু-কিশোরদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং অন্যতম সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

 আমরা গ্রামাঞ্চলে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করেছি। ফলে আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে, দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, মাথাপিছু আয়সহ অন্যান্য সামাজিক সূচকেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। ২০২১ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ ঘোষণা করেছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরা ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

 আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় এবং জনগণের কল্যাণ হয়। কারণ একমাত্র আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার সুমহান আদর্শকে ধারণ করে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে। প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই- আসুন আমরা দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদসহ সন্ত্রাসবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি ।

 নতুন বছরে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো জোরদার হোক, সকল সংকট দূরীভূত হোক, সকল সংকীর্ণতা পরাভূত হোক এবং সকলের জীবনে আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমন্ধি- এই প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১০৫৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫২২৮

**প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষ**

 **----পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর**

বান্দরবান, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা যথাযথ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করছেন। এর ফলে দেশের সাধারণ জনগণ সার্বিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। পদ্মা সেতু আর মেট্রোরেল চালু করে তার সত্যতা প্রমাণ করলেন।

মন্ত্রী গতকাল বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গনে দু’দিনব্যাপী লোকজ মেলা, পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে রাতে ঢাকা থেকে বাসে রওয়ানা দিয়ে সকালে বান্দরবান পৌঁছে আবার রাতেই ঢাকায় ফিরে যেতে পারছেন পর্যটকরা। আমাদেরে আরো আধুনিক হতে হবে। তবে সেটা নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে ভুলে নয়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলার ১২টি জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, থানচি উপজেলায় বড় পাথর তমা-তুঙ্গী, নাফাকুম এখন আর আতঙ্ক নয়, পর্যটকদের কাছে এখন আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পর্যটনের অপার সম্ভাবনা আর উন্নয়নের ফলে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটকের আগমন ঘটছে এবং আগামীতে আরো পর্যটক বান্দরবান ভ্রমণে আসবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রী বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দু’দিনব্যাপী লোকজ মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। পরে তিনি বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

 অনুষ্ঠানে বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজির সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, পুলিশ সুপার মো. তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুরাইয়া আক্তার সুইটিসহ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১১৫০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 5127

**Prime Minister’s message on Dhaka International Trade Fair**

Dhaka, 31 December :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of Dhaka International Trade Fair (DITF)-2023 :

"I am happy to know that the month-long 27th Dhaka International Trade Fair (DITF)-2023 begins on 1 January 2023 at the new site of Bangabandhu Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre at Purbachal in Dhaka.

The present Awami League government has been working to build a hunger-and poverty-free Golden Bangladesh as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Graduation of Bangladesh into a developing country is one of the remarkable achievements in the Mujib Year.

Bangladesh has now become an attractive destination for domestic and foreign investors due its liberal investment policies. The implementation of mega projects like Padma bridge, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman tunnel, Rooppur nuclear power plant, Matarbari deep sea port, Metro rail etc will play a significant role in increasing foreign investment and export earning.

Bangladesh having 165 million population is becoming a significant consumer market with its burgeoning middle class. The domestic consumption will further increase as Bangladesh is aspired to become a upper middle-income country by 2031 and developed and prosperous country by 2041.

Bangladesh not only imports goods but of late, also exports quality products abroad. Time has ripened to brand Bangladeshi products abroad. International trade fair can play an important role in promoting domestic products to the foreign buyers and informing the local entrepreneurs about the foreign products.

I hope that the 27th DITF-2023 will contribute in trade expansion, product diversification, attracting foreign investment and branding Bangladesh.

I wish all out success of the 27th DITF-2023.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever."

**#**

Shakhawat/Zulfikar/Rabi/Masum/2022/1130 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 5126

**President's message on Dhaka International Trade Fair**

Dhaka, 31 December :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of Dhaka International Trade Fair (DITF)-2023 :

“I welcome the initiative to organize the 27th Dhaka International Trade Fair (DITF) under the auspices of the Ministry of Commerce and Export Promotion Bureau. On this occasion, I extend my sincere greetings and congratulations to all the participants including local and international companies, exporters, importers and organizers.

A conducive and business friendly environment is prevailing in Bangladesh due to liberal trade policy and various supports provided by the government in line with the aim to build the ‘Golden Bengal’- dreamt by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. A specific action plan has been taken to transform Bangladesh into a developed country by 2041 following the successful transition from a least developed country to a middle income country. Bangladesh has now emerged as an attractive destination for the foreign entrepreneurs, investors and importers. Moreover, the implementation of several important mega projects including the Padma Bridge and increase in power generation has given momentum to the economy, which is playing a supporting role in attracting foreign investment and increasing export earnings.

DITF has been recognized as a popular annual event for its varieties of collection, diversity of products and participation of large number of entrepreneurs from home and abroad. I hope this month-long fair would play an important role in building effective partnership between domestic and foreign producers, buyers- sellers, exporters-importers and investors.

I wish ‘Dhaka International Trade Fair 2023’ a grand success.

Joi Bangla

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

**#**

Hasan/Zulfikar/Rabi/Shsmim/2022/1140 hours

Not to publish before 5 PM

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২৯

**খ্রিষ্টীয় নতুন বছর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘খ্রিষ্টীয় নতুন বছর’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “খ্রিষ্টীয় নতুন বছর ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রকৃতির নিয়মেই নতুন বছর মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে এবং নব উদ্যোমে সুন্দর আগামীর পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগায়।

 ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ বাঙালি জাতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। ১৯৭২ সালে এশিয়ার প্রায় সবক'টি দেশ, রাশিয়া, তৎকালীন সোভিয়েত ব্লকের অন্যান্য দেশ, ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বেশিরভাগ দেশ, ফ্রান্স, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্র নবীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলো ২০২২ সালে বছরব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শূন্য হাতে সদ্য স্বাধীন দেশকে যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে তুলেছিলেন। তখন ব্যাংকে কোন রিজার্ভ মানি ছিল না, কোন কারেন্সি নোট ছিল না। অবজ্ঞা করে কেউ কেউ বলতো তলা বিহীনঝুড়ি। সেই অবস্থা থেকে মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন এবং জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

 তাছাড়া ২০২২ সাল বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের এক স্বর্ণযুগ। আমরা গত বছর ২৬ জুন দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু চালু করেছি। ২৮ ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার মেট্রোরেল যোগাযোগ চালু করেছি। ২১ ডিসেম্বর দেশের ৫০টি জেলায় উন্নয়নকৃত ১০০টি মহাসড়ক উদ্বোধন করেছি। ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল'-এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজ সম্পন্ন করেছি। ৭ নভেম্বর দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতু নির্মাণ করে উদ্বোধন করেছি। ১৯ অক্টোবর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থাপন করেছি। ২১ মার্চ পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) উদ্বোধন করেছি। আমাদের অন্যান্য মেগা ও মাঝারিসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে।

 আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে। আমরা ২০০৮ সালের নির্বাচন হতে পরপর তিন দফা জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে গত ১৪ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছি। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও কিছুটা মন্থর হয়েছিল। সেই ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অবরোধ ও পাল্টা অবরোধ সারা পৃথিবীতে নিরীহ মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দেশের প্রায় সকল মানুষকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা, করোনা ভ্যাক্সিন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যও সরবরাহ করেছি। আমরা ১ কোটি পরিবারকে টিসিবি কার্ডের মাধ্যমে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল ও সাশ্রয়ী মূল্যে ভোজ্য তেল, ডাল ও চিনি ক্রয়ের সুবিধা দিয়েছি। ৫০ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল এবং আরো ৫০ লাখ অসহায় হতদরিদ্র পরিবারকে ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল দিচ্ছি। আমরা ৩৫ লাখ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করেছি। প্রায় ১৮,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং বিনামূল্যে ৩০ প্রকারের ঔষধ দিচ্ছি। আমাদের ১ কোটি কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলে সরাসরি সরকারি ভরতুকির টাকা নিচ্ছেন। আমরা ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি/উপবৃত্তি দিচ্ছি। ইংরেজি বছরের প্রথম দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই পৌঁছে দেওয়ার কারণে বই উৎসবের সঙ্গে নববর্ষ উদযাপন আজ শিশু-কিশোরদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং অন্যতম সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

 আমরা গ্রামাঞ্চলে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করেছি। ফলে আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি আরো মজবুত হয়েছে, দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে, মাথাপিছু আয়সহ অন্যান্য সামাজিক সূচকেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। ২০২১ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ ঘোষণা করেছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট' বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। আমরা ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

 আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় এবং জনগণের কল্যাণ হয়। কারণ একমাত্র আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার সুমহান আদর্শকে ধারণ করে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে। প্রিয় দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই- আসুন আমরা দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদসহ সন্ত্রাসবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলি ।

 নতুন বছরে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো জোরদার হোক, সকল সংকট দূরীভূত হোক, সকল সংকীর্ণতা পরাভূত হোক এবং সকলের জীবনে আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমন্ধি- এই প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১০৫৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২৫

**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঢাকার পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের নতুন স্থানে ১ জানুয়ারি ২০২৩ মাসব্যাপী ২৭তম ‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৩’ শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করা মুজিববর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

উদার বিনিয়োগ নীতির কারণে বাংলাদেশ এখন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর, মেট্রোরেল ইত্যাদি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য ভোক্তা বাজার হয়ে উঠছে তার ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে। বাংলাদেশ আকাঙ্খিত ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হলে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার আরো বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ শুধু পণ্যই আমদানি করে না, মানসম্পন্ন পণ্য বিদেশেও রপ্তানি করে। বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের ব্র্যান্ড করার এখন উপযুক্ত সময়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দেশীয় পণ্য বিদেশি ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে এবং দেশি উদ্যোক্তাদের বিদেশি পণ্য সম্পর্কে অবহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি আশা করি, ২৭তম ডিআইটিএফ-২০২৩ বাণিজ্য সম্প্রসারণ, পন্য বৈচিত্র্য, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ে অবদান রাখবে।

আমি ২৭তম (ডিআইটিএফ)-২০২৩-এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২৪

**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে মেলায় অংশগ্রহণকারি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, ক্রেতাসাধারণসহ আয়োজক কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকারের গৃহীত উদার বাণিজ্য নীতিসহ নানাবিধ সহায়তা প্রদানের ফলে দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা খাতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে সফলভাবে উত্তরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এখন শিল্পোদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী ও আমদানিকারকদের নিকট আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। পদ্মাসেতুসহ অবকাঠামো খাতে বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে যা বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্ভারের কারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা একটি জনপ্রিয় বার্ষিক আয়োজন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমি আশা করি, ডিআইটিএফ-২০২৩ রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এবং দেশি-বিদেশি উৎপাদক, ক্রেতা-বিক্রেতা, রপ্তানিকারক-আমদানিকারক ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৩ এর সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/শামীম/২০২২/১০৫৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২৩

**খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ জানুয়ারি ‘খ্রিষ্টীয় নববর্ষ-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

নববর্ষ সকলের মাঝে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ আমাদের মাঝে সমাগত। নতুনকে বরণ করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। নববর্ষকে বরণ করতে বিশ্বব্যাপী আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। বাঙালিরাও প্রতিবছর নববর্ষকে নতুনভাবে স্বাগত জানায়। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জিকা বহুল ব্যবহৃত। খ্রিষ্টাব্দ তাই জাতীয় জীবনে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

প্রতিবছর নববর্ষকে বরণ করতে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন করা হলেও করোনা মহামারির কারণে বিগত দুই বছর উৎসবের আমেজ ছিল অনেকটাই ম্লান। এবার তার সাথে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট। ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। বিরাজমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমি সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের প্রতি দুস্থ, অসহায় মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সাথে একজনের আনন্দ যেন অন্যদের বিষাদের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে নববর্ষ উদযাপনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ – খ্রিষ্টীয় নববর্ষে এ প্রত্যাশা করি।

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ ও কল্যাণ।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২২

**বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১ জানুয়ারী ‘বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘পথচলার ৫০’ শিরোনামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

পর্যটন শিল্প বিশ্বে একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও শ্রমঘন খাত। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পর্যটন একটি কার্যকর উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির কারণে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে করোনা অতিমারির সংকট কাটিয়ে পর্যটন শিল্পে নতুন উদ্যোগ ও ভাবনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

বাংলাদেশ বিপুল পর্যটন সম্ভাবনাময় একটি দেশ। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রামের অকৃত্রিম সৌন্দর্য, সিলেটের সবুজ অরণ্যসহ আরো অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ এবং অতিথি পরায়ণ মানুষ শুধু দেশীয় নয় বিদেশি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের কাছেও সমান জনপ্রিয় এবং সমাদৃত। পর্যটকদের সুবিধার্থে আওয়ামী লীগ সরকার ট্যুরিস্ট পুলিশ গঠন করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সারাবিশ্বে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি ও প্রত্নতত্ত্ব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সফলভাবে তুলে ধরা সম্ভব। পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই জাতির পিতা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কক্সবাজার ও কুয়াকাটাকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার জন্য নানামুখী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে তরুণদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে সকল শ্রেণি ও বয়সের পর্যটকদের বিনোদনের জন্য নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের পর্যটন শিল্প আন্তর্জাতিকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এ দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আরো জোরালো ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টিতে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে পর্যটনের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আসুন, সম্মিলিতভাবে পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে বিশ্ব দরবারে দেশের পর্যটন শিল্পকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/শামীম/২০২২/১০৫৫ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ তথ্যবিবরণী

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫১২১

**বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের মাঝে পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভ্রমণে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পর্যটন স্পট ও কেন্দ্রগুলোর সেবা ও মানোন্নয়নে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করছে। বাংলাদেশের হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দেখার জন্য অনাদিকাল থেকে বিশ্বের বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ এদেশ ভ্রমণ করেছেন। কালের বিবর্তনে পর্যটনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভার এবং রূপবৈচিত্র্যে ভরপুর বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ